সংবাদ

তারিখ ... 29 JUN 2008
পৃষ্ঠা: কলাম

নয়া আইন

বঙ্গবন্ধু মেডিকেলে পদ হারাচ্ছেন ১৫ বিভাগীয় প্রধান

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের ৬০ বছরের বেশি (অনিয়মিত) বয়সের ১৫ জন বিভাগীয় চেয়ারম্যান তাদের পদ হারাচ্ছেন। নিয়মিত হিসেবে পরবর্তী পর্যায়ে যারা আছেন তারা চেয়ারম্যান পদে স্থলাভিষিক্ত হবেন। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নয়া আইনের কারণে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। নয়া এ আইন নিয়ে গতকাল বিভাগে বিভাগে ব্যাপক তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে।

অভিযোগ রয়েছে, বিগত বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে চাকরির বয়স ৬০ বছরের বেশি হওয়ার পর অধিকাংশ বিএনপি সমর্থক চেয়ারম্যান নতুন করে তাদের চাকরির বয়স চুক্তিভিত্তিক বাড়িয়েছেন। তারা এতদিন চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এ ব্যাপারে শিগগিরই সিন্ডিকেট বৈঠক ডেকে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে বলে জানা গেছে।

ভার্সিটি সূত্র জানায়, নিয়মিত এবং অনিয়মিত অধ্যাপক সম্পর্কে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় আইন মন্ত্রণালয়ের কাছে ব্যাখা চায়। আইন মন্ত্রণালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুযায়ী

হারাচ্ছেন : পৃ: ২ ক: ৪

হারাচ্ছেন : পদ

(১২ পৃষ্ঠার পর)

সেই ব্যাখ্যার উত্তর দেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সম্প্রতি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি চিঠি যায়। ওই চিঠির তথ্য অনুযায়ী যেসব অধ্যাপক চুক্তিভিত্তিক হিসেবে বিভাগীয় চেয়ারম্যানের দায়িত্বে আছেন তাঁরা দায়িত্বে থাকতে পারবেন না। তারা শুধু অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। আর নতুন করে যারা নিয়মিত অধ্যাপক তারাই চেয়ারম্যান বা প্রতিনিধিত্ব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। এ আইন কার্যকর হলে বিভিন্ন বিভাগে দায়িত্বপ্রাপ্ত ১৫ জন চেয়ারম্যান তাদের পদ হারাবেন। এদের মধ্যে অধিকাংশ বিএনপি ও জামাত সমর্থক বলে জানা গেছে।

অন্যদিকে সম্প্রতি সিন্ডিকেট সভায় ৪ জন অধ্যাপকের চাকরির বয়স পূর্ণ হওয়ায় তাদের নতুন করে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগপত্র হয়েছে। তবে তারা বিভাগীয় চেয়ারম্যানের পদে থাকতে পারবেন না।

একজন অধ্যাপক 'সংবাদ'কে জানান, নিয়মিত অধ্যাপক ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ারম্যান হতে পারবেন না ও নির্বাচন করতে পারবেন না।

এ ব্যাপারে ভার্সিটির ২ জন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করলে তারা বলেন, মন্ত্রণালয়ের নয়া নিয়ম নিয়ে শিগগিরই সিন্ডিকেটের বৈঠক ডাকা হবে। ওই বৈঠকে সিন্ডিকেট সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। তবে আইন মন্ত্রণালয়ের ব্যাখা ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের চিঠিকে গুরুত্ব দেয়া হবে।